OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 27 - 46
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিক কাব্য : বোদলেয়ারের কবিতায় বিপ্রতীপ বৈকল্পিক সৌন্দর্য

ড. অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Baudelaire, Modern Poetry, Beauty, Les Fleurs Du Mal, Hymne a La Beauty, Le Cygne, Un Voyage a Cythere, Le Voyage, Les Phares, Carcase, Hell.

Abstract
Father of modern poetry, great French poet Charles Baudelaire (1821-1867) has searched poetic beauty in depression that has been felt in the sludge of aversion and hate. In his poetry reader finds an unparalleled poetic art in sin, hell, lewdness, libido. Surprisingly Baudelaire tries to extract beauty from carcase. His poetry is not gracious but rich in beauty. A wonderful blend of sin and beauty one may witness in Baudelaire's poetry. He has seen the trafficking of foul sex in Paris. He has filtrated poetic beauty from deteriorated civic life. He wrote, hell may be the source of beauty in his 'Hymne a la Beaute' (Hymn to Beauty) of 'Les Fleurs du Mal (1857). He showed in his poem 'L' Albatras' (The Albatross) the wounded bird Albatross as the symbol of spoiled charm. The poet finds beauty in the heartless city, the indecent breast of Sphinx of Greek mythology, waterless canal, sick poetry, unconscionable desire, ugly sex of monster bint in his different poems like 'Le Cygne', 'La Muse Malada', 'La Muse Venale', 'La Beaute', 'La Geante', 'Une Charogne', 'Un Voyage a Cythere' etc. To the poet's view, the sinful man and woman, blind, deaf and dumb, ugly are also part of beauty. In his great poem 'La Voyage' Baudelaire wrote that for the creation of beauty nobody will be there to place a petty ensis on his tomb. The dejected poet has left a doleful memento for the mankind. He has built a cresset of light in his poem 'Les Phares' with thief, hooligan, jaundice patient, severed corpse, girl's naked acting, worship of witch, lust of ghoul etc. The great poet Baudelaire is the aesthetic artist of decayed time, truely a novel architect of beauty opposite to the romanticism.

Discussion

[এক]

সুন্দরের সাধনা শিল্পীর সাধনা। রোমান্টিক কবিদের সাধন বিশ্ব সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করেছে। কবি কীটস্ সত্য-সুন্দরের পূজারি। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন অতিরিক্ত মঙ্গলচেতনা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরমোৎকর্ষের সন্ধান পেয়েছেন। শেলী প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেন। আর রবীন্দ্রনাথ ও কীটসের অন্তরাত্মা একাত্ম হয়ে যায় চিরন্তন সত্যবোধের স্বর্গীয় দিব্যলোকে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় পুরাণের লক্ষ্মীদেবীকে মঙ্গল ও কল্যাণের দেবীরূপে বন্দনা করেন। সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। সৌন্দর্যতাত্ত্বিক চিন্তাবিশ্বে মঙ্গলচেতনার আবাহন রবীন্দ্রনাথের এক বড় দান। সৌন্দর্যকে লাভ করার জন্য প্রয়োজন সংযম, সামঞ্জস্য ও পারমার্থিক কল্যাণচেতনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসাধনা স্ট্যাটিক নয়, তা ডায়নামিক। 'শেষসপ্তক' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্বের জ্যোতির্ময় আলোয় স্নান করেছে শেকড়ের বাস্তবতা। 'পুনশ্চ' কাব্যে রবীন্দ্র সৌন্দর্য সাধনার এই ক্রমবদল স্পষ্ট। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার অবক্ষয়ী বিম্বন তাঁর শিল্পলোকে বিপ্রতীপ তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমাজ-রাজনীতি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিসরের ঘটনা প্রবাহ তাঁকে জর্জর করে তুললেও তা তিনি স্বভাব সিদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করেছেন। কবির সৌন্দর্যচর্চার এমন বিবর্তন একান্তই রাবীন্দ্রিক।

বোদলেয়ারের শিল্প বিষণ্ণতার শিল্প। কিন্তু সে বিষণ্ণতা রোমান্টিক কবিদের মত নয়। তাঁর বিষণ্ণতার অভিমুখ বিতৃষ্ণা, নির্বেদ এবং ঘৃণার পঙ্কে ডুবে আছে। এক পৈশাচিক আত্মরতির দুঃসহ পীড়ন অনুভব করেন কবি। জীবন ও সামাজিক কদর্যতাকে ক্লান্ত অনুভবে শিল্পরূপ দিয়েছেন কবি। সমাজ ও রাষ্ট্রজনিত অসাম্য আর বিপন্নতার গভীর গহ্বরে ডুবে যান কবি।

সময় ছিল অস্থির। এক অস্থির অসংযম বোদলেয়ারের কাব্যশিল্পের প্রাণ। সেই অসংযমকে অবলম্বন করে কবি গড়ে তুলেছেন শিল্পের সৌধ। বোদলেয়ারের রক্তকণিকার কোষে কোষে নিহিত ছিল অসংযত আর্ত যন্ত্রণা। সাজানো আভিজাত্যে তিনি কখনোই আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন না। তাঁর মানসচর্যা সুতো কাটা ঘুড়ির মত শীলিত সমাজকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল। খ্যাতি নয় অখ্যাতি, প্রশংসা নয়, বরং নিন্দায় বোধহয় তিনি আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন। মায়ের দ্বিতীয় বিবাহকে বোদলেয়ার স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি মনে করতেন, তাঁর মা কোন অজ্ঞাত পরিচয় পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী। স্বভাবতই মায়ের প্রতি তাঁর জন্ম হয় এক গভীর অসূয়া! হয়তো বা যৌনতাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠল বোদলেয়ারীয় পাপবোধ। স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গমের মধ্যেও তিনি দেখেছেন কুৎসিত পঙ্কিল পাপবোধ। বৈনাশিক পাপের মধ্যেই কবি পৈশাচিক আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। বোদলেয়ারের কাব্য তাই হয়ে উঠল বিতৃষ্ণা ও অসংযমের শিল্পরূপ। যে জীবন একাকিত্বে নির্জন, যন্ত্রণারিক্ত বৈরাগ্যে ধূসর, উদগ্র বাসনায় জর্জর, ঘৃণার পরিপূর্ণ নরকে টইটম্বুর, পাপের পঙ্কিলতায় বিবিক্ত, সে জীবনও ভিন্নধর্মী দার্শনিক বোধ এবং বিশিষ্ট শিল্পবোধ বিমুক্ত হতে পারে না। শয়তানের ধারণা তো বহু পুরানো। মানুষের স্বর্গ থেকে পতিত হওয়ার মধ্যেই তা বিরাজমান। জ্ঞানের মধ্যে আছে যন্ত্রণা, এক বিশিষ্ট দুঃখবোধ। জ্ঞানের সাধারণ পরিণতিই হল দুঃখের অতলান্ত উৎস আবিষ্কার। এই মর্ত্যভূমিতে পাপ তো আছেই। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় কি করে?

পাপ বিযুক্ত ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত অন্বেষণ খ্রিষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন অনুশীলন ছাড়া আর কি? মোহমুক্ত নির্মল আকাশবিহারী পাখি! তাও কি সম্ভব? পাখির শ্রেণিদল কেবল পেখম মেলে আকাশকেই আপন ঠিকানা করে নিল। পৃথিবীর মাটিতে নামল কই? বুদ্ধ ও খ্রিষ্টের পবিত্র মানবকল্যাণ কর্ম শুধু স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া ঝর্ণাধারা নয়। আমাদের এই যন্ত্রণাজর্জর পৃথিবীতে, কেবল স্বর্গীয় দূতের আকাশবার্তা নয়।স্বর্গ ও মর্ত্য একই বন্ধনীতে এক হয়ে গেছে। হায় ছায়াবৃতা! কিন্তু পাপ ও শয়তানের বোধকে উৎপাটিত করা গেল না। বোদলেয়ার প্যারিসের ভাঙা গড়ার সময়পর্বকে দেখেছেন। সামন্ততান্ত্রিক ও শিল্পস্থাপনা এই দুই যুগের মধ্যবর্তী কালের অবক্ষয়কে দেখেছেন। দুই কালের দ্বন্দ্বমুখর শিল্প ফসল তাঁর সৃষ্টি। বিচ্যুতির কাঁকর কর্কশের এমন গহ্বর শিল্পকলার অশুভ সুন্দরের দান। বোদলেয়ার তাঁর কাব্যে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা এবং অশুভকেই তাঁর শিল্পের সারবস্তু করে তুললেন। কবি হয়তো জানেন, তাঁর জীবন অভিশাপ জর্জর, ইন্দ্রিয়

আসক্তিতে টইটম্বুর। আসক্তি জর্জর পুরুবরা তো অভিশাপ মুক্ত হলেন। কিন্তু পুত্র ধ্রুব যিনি জরার ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর পরিণতির কথা মহাভারতকার লেখেননি। পাপের সে প্রচণ্ডরূপ এমন গভীরভাবে শেকড় চালিয়ে দিল যে, কোন শক্তিই আর সেভাবে কাজ করল না। একথা ঠিক, শেষ দিন পর্যন্ত বোদলেয়ারের বিষণ্ণ জীবনের কোন মুক্তি ঘটল না। পাপের আরাধনা হয়ে উঠল তাঁর দর্শন। শীলিত জীবন থেকে বিচ্যুত মানবশিশু এক বৈনাশিক উৎক্রান্তির পথে যাত্রা করলেন। তিনি যে শিল্প সম্ভাবনার জন্ম দিলেন, তাইই অশুভ সৌন্দর্যের নবতম পথ উন্মোচিত করল।

বোদলেয়ারের দৃষ্টির দর্শন গহীন শূন্যতা ও অতলান্ত অন্ধকারে ভরপুর। তাঁর চৈতন্যের চেনা পথ মরুভূমিময়। তাঁর জীবন শূন্য। হৃদয়ে বিবিক্ত যন্ত্রণা। গুটিপোকা শিরা ধমনির কোষে কোষে কুরে কুরে, কুটে কুটে খায়। তাপ জর্জর শরীর, জরা জর্জর মন। পরিবার, সমাজ ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভারে তিনি বিষণ্ণ। তিনি দেখেছেন, অসম সমাজে নিম্নবর্গীয় পতিত মানুষ বড় মানুষের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট কেমন করে কাড়াকাড়ি-মারামারি ও রক্তাক্ত পথে খুটে খুটে খায়। সেই পতিত, পীড়িত, দূষিত সবহারানো মানবাত্মাদের ব্যতিক্রমী একজন হয়ে ওঠেন তিনি। এমন ক্ষতের কোন উপশম কবির কাছে ছিল না। কবি কালিকলমকেই নির্ভরযোগ্য মনে করলেন। এমন নরক থেকে উদ্ধারের চটজলদি কোন সমাধান নেই। বোদলেয়ার সেই নরকেই অবগাহন করলেন। পাপের ক্লেদাক্ত পঙ্ক থেকে ফুটে উঠল কবিতার ফুল – 'ক্লেদজ কুসুম'। সে ফুলও সুন্দর। বড় মনোমুগ্ধকর। একথা ঠিক কবিতার ইতিহাসে বড় কাজ করেছেন কবি। এই পতন নৈরাশ্যকে পাথেয় করে কবি আবিষ্কার করেছেন অভিনব সৌন্দর্য। এঁকেছেন কদর্য সুন্দরের মুগ্ধ ছবি। অস্বচ্ছ সমাজের চিত্রকর তিনি। তাঁর সময়কালের এমন সমাজকে তিনি দেখেছেন বাস্তবের স্বচ্ছ আয়নায়। ফুল ফোটানো তো সহজ কাজ নয়। পৃথিবীর সমস্ত নীচতা যখন একসূত্রে বাঁধা পড়ে, তখন উপায়হীন কবি শিল্পের দুয়ারে দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন। অসহায় কবি কবিতাকেই সময়োচিত সংলাপ বলে মনে করেছেন। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজ, অসম রাষ্ট্র, ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার, এমনকি তাঁর পূর্ববর্তী রোমান্টিক কবিকুল গুরুদের অস্বীকার করেছেন। এই অর্থে বোদলেয়ার মুক্ত শিল্পী। তাঁর কবিতা শিল্প সমস্ত গ্লানি ও কদর্যতাকে আত্মীকরণ করে সোনার কাঠি রুপোর কাঠি স্পর্শ করেছে। কবিতাকে কবি সৌন্দর্যের নতুন ঠিকানার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যেখানে তালপাতার ছাওয়া কুঁড়ে ঘর নেই, শিশির ভেজা ঘাস নেই, শরতের শিউলি ফুলের সুবাস নেই, বকুল ফুলের গন্ধ নেই, তারা ঝরা জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশ নেই। নির্জন ঝর্ণার কুলকুল স্বর নেই, শান্ত সরোবর নেই, শালুক-পদ্ম-টোপা-পানা নেই, বউ কথা কও পাখি নেই, দখিনা বাতাস নেই। জলের মৃদু-মন্দ উচ্ছ্বাস নেই, পাখিদের কলরব নেই, পৌষের কুয়াশা নেই, ফুলে ফুলে মৌমাছি নেই। হ্যাঁ আছে—পচা শব, পিশাচী, পাতকিনী, লাল চুলের ভিখারি মেয়ে—এসব আর কি?

কবি দেখেছেন, পৃথিবীর সর্বত্রই রয়েছে ব্যাপ্ত ঘৃণা ও পাপ। এই পাপের মধ্য দিয়েই সুন্দরের যাতায়াত। কবির কাছে সুন্দরের গুরুত্বপূর্ণ সত্তা পাপ। বোদলেয়ারের সৌন্দর্য দর্শনে মন্দের কাব্যরূপ নির্ণয়ই বড় কথা। ভালোকে ভালো করা সহজ, কিন্তু খারাপকে ভালো করা কঠিন কাজ। তাঁর সুন্দরের বিস্তার সর্বত্র। তাঁর সুন্দর কখনো স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন, কখনো তা পাতাল-পুরী থেকে উত্থিত হয়। কখনো ধূলি-ধূসর আকাশ বিহার করেন, কখনো ফুটপাত, কখনো বস্তি, কখনো ভিখিরি, কখনো মদখোর, মাতাল, শব, পাতক-পাতকিনী, এমনকি পিশাচ-পিশাচী, কখনো গহ্বর, গভীর অন্ধকার—এমন পঙ্কিল কর্দমাক্ত পথই কবির কাব্যপথ। দুরারোহ পথ অতিক্রম করে মানুষের পৃথিবীতে অবস্থান তাঁর সুন্দরের। তিনি মনে করেছেন, শয়তানের মধ্যেই সুন্দরের পরিপূর্ণতা। কবি পাপ ও শয়তানের মধ্যেই দিব্য সৌন্দর্যের অনুসন্ধানে রত। পথের শেষ কোথায়? সুন্দরের মধ্যে। ভালো-মন্দের হিসেবি তর্ক নয়, কবিতা কবিতাই। সুন্দর সুন্দরই। বোদলেয়ারের কাব্যে সুন্দর আছে কিনা সে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বোদলেয়ারের কাব্য কাব্যই। বোদলেয়ারের কবিতা সুন্দর। বোদলেয়ারের সুন্দর অভিশপ্ত। সমাজ-সভ্যতা রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্ধকার গহ্বর থেকে উত্থিত। বোদলেয়ারের সুন্দরের যাত্রাপথ ট্র্যাজিক বীভৎসতার মধ্য দিয়ে। টাইটানিক ডুবির ঘটনা মৃত্যুর হাড়হিম রূপকে স্মরণ করায়। ঘটনার চলচ্চিত্র রূপায়ণ মর্মান্তিক, কিন্তু শিল্পিত ট্র্যাজেডি। সেই শিল্প রূপায়ণ সহৃদয় দর্শককে আলোড়িত করে। আনন্দ দেয়। যেমন স্বাদু কাব্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাঠের রসাস্বাদ সহৃদয় পাঠক তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করে। যতই তা বিষাদাত্মক হোক। ঠিক তেমনি বোদলেয়ারের কবিতা আধুনিক চিন্তাবিশ্বের সচেতন জ্ঞানের অধিকারী মানুষের বোধ ও বোধিকে নাড়া দেয়। কবিতা ভুবনে বোদলেয়ার হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিপুরুষ।

সৌন্দর্যের কোন ভালো মন্দ নেই। নেই কোন প্রিয় অপ্রিয়। কেবল শিল্পের মাপকাঠিতেই সৌন্দর্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। বোদলেয়ার বললেন, একটি পশু শব থেকেও শিল্পের সারাংশ চমৎকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। কবির কাব্যসৌন্দর্যের একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য হল, পাপের প্রতি গভীর আসক্তি। তাঁর সৌন্দর্য সত্তার শেকড় নিহিত রয়েছে পাপের পুতিগন্ধময় এঁটোকাঁটার মধ্যে। তাঁর কাব্য স্বভাবতই শুভত্ববোধক নয়, কিন্তু তা সৌন্দর্যবোধক। কবি দেখেছেন, প্রকৃত প্রেমকেও পাপের জীবানু কুরে কুরে খেয়েছে। তাঁর কবিতায় পাঁচশিকে বেশ্যার কথা আছে, আছে নগ্ন ভাস্কর্যের সচিত্র উপস্থাপন। কবিতার ইতিহাস বোদলেয়ারের কাছে ঋণী, কেননা তাঁর কাব্যই এমন আধুনিক কাব্যের শুরুর গ্রহণযোগ্যতাকে ধারণ করে আছে। গতানুগতিকতার পথে তাঁর যাত্রা নয়, স্বর্গ নরকের ব্যবধান তিনি ঘুচিয়ে ফেলেছেন। তাঁর সৌন্দর্য পথে সহজেই গতায়াত করা যায়, স্বর্গ থেকে নরকে, নরক থেকে স্বর্গে। পুরাতনী কথায় বলে মানুষ স্বর্গ থেকে প্রথম ভ্রষ্ট হয়েছিল তাঁদের নৈতিক স্খলনের জন্য। বোদলেয়ারের এসব কোন কিছুই অজানা ছিল না, বরং অনেক বেশি কিছুই তিনি জানেন। বাস্তবের মাটিতেই পাপ প্রোথিত থাকে। ভারতীয় পুরাণে পাপের কথা আছে, আছে নরক– তার শাস্তি বিধানের কথাও আছে। জন্ম মুহূর্তে শিশুমনে কোন পাপ নেই। কোন এক দার্শনিক বলেছেন, তা অলিখিত সাদা কাগজের মত। সামাজিক পরিবেশে বড় হতে হতে শিশুর সাদা মনে শ্যাওলা পড়ে। হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখেন। বিশ্বাস করেন পূর্বজন্মের পাপ পরজন্মে বাহিত হয়ে আসে। হিন্দুরা স্বর্গ কামনা করেন। নরক বাসের যন্ত্রণা ভোগ করেন। আবার মুক্তি কামনা করেন। কবি তাঁর কাব্যে পাপের সমীকরণের অভিনব সমাধান সূত্র এঁকেছেন। তাঁর কবিতা সৃষ্টিশীল সুন্দরের সংযত প্রকাশ। পাশ্চাত্য সাহিত্য তথা বোদলেয়ারের কাব্যের এমন অভিনব পাপদর্শন আধুনিক কাব্যের সারাৎসার। অভিনব সুন্দরের এমন বৈপরীত্যবোধক বিতৃষ্ণার ধারণাও ভারতীয় মনীষা তথা ভক্তি আশ্রিত বলি পিচ্ছিল মন্দিরের সোপানতলকে উলটপালট করতে পারেনি।

কিন্তু বোদলেয়ারকে শুধু শুধু নিরর্থক উদ্দেশ্যহীন কবিরূপে চিহ্নিত করলে তাঁর কবিসত্তার পনেরো আনা অংশই মাটি হয়ে যায়। তাঁর কবিতায় আছে পাপ ও সুন্দরের আশ্চর্য মেলবন্ধন—এটি তাঁর কবিতার উজ্জীবনী শক্তি। কবির জীবন ছিল দীর্ঘ কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর। সংগ্রামে সংগ্রামে জর্জর। বিপন্নতা, বিষাদ ও অসুস্থতায় ভরপুর। মানুষ যে শুদ্ধ ভালো হতে পারে, এমন তিনি মনে করতেন না। পাপের আদি-অকৃত্রিমতায় তিনি বিশ্বাসী। এই পাপবোধকে তিনি মানুষের মৌল প্রত্যয় বলে মনে করেন। আলো ঝলমল প্যারিস নগরী। আঠারো তলার বাড়ি। তাঁর নীচেই রয়েছে বস্তিবাসী অন্ধকার মানুষেরা। এই নগরে বিকিকিনি হয় মুক্ত যৌনতার। চোখে দেখা নাগরিক বিপন্নতা ও অবক্ষয়। এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অস্তগামী সূর্যের মত বিলীয়মান। অবক্ষয়িত নাগরিক জীবন—কবি এর থেকে চুনে চুনে সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্য। নাগরিক একাকিত্ব ও চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছে যৌনতার কাছে। কখনো তা হয়ে উঠেছে অপরিশীলিত কদর্য। বোদলেয়ারের জীবনকে ঘিরে ছিল এক গভীর বিপন্নতা ও অনচ্ছতা। তাঁর কবিতায় প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে ঘৃণায়, সঙ্গম যুদ্ধে, মানুষের স্বভাবজ প্রকৃতি বিকারে—অবশেষে অবসাদ, অবক্ষয় ও নৈরাশ্যে। এগুলির সমবায় আধুনিক কাব্যের আঁতুড়ঘর হয়ে রইল। সুতরাং কবিতার রোমান্টিক পুনর্জন্ম কবির কাছে এক অপলাপ। অশুভের মধ্য দিয়েই বোদলেয়ার শিল্পের তীর্থভূমিতে উপনীত হয়েছেন। মনে হবে, বোদলেয়ারের কবিতা এক ধ্বস্ত শিল্পীর আঁকা জঘন্য পৃথিবীর মানচিত্র। তাঁর কবিতা জরাক্রান্ত, ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীতে টইটম্বুর। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর কবিতায় জরাজর্জর মানস পৃথিবীর বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রোমান্টিক বুদ্ধদেব রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও তাঁর শিল্পে কালো কালো চটকানো প্যাচকানো পুরানো পাঁকের মধ্যে ভিনদেশি ফুল ফুটতে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে গ্রহণ করলেন না। তবুও এমন দূর

পরদেশি শিল্পকুসুম ধীরে ধীরে কাব্য ভুবনে কবিতাপিপাসু পাঠকের কাছে আদরণীয় হয়ে উঠেছে। স্রোতের বিপরীতমুখী এমন কবিতা শিল্প মন্দ পবনেও বিজয় বৈজয়ন্তীর পতাকা উড়িয়ে পতপত করে এগিয়ে চলেছে।

[দুই]

"Que tu Viennes du ciel ou de I'enfer, Qu'importe,
O Beaute! monstre enorme, effrayant, ingenu!"[১]

চরণ দুটি বোদলেয়ারের (Charles Baudelaire, 1821-1867) মূল ফরাসী ভাষায় লেখা 'Les Fleurs Du Mal' (1857) – কাব্যগ্রন্থের 'Hymne a' la Beaute' কবিতা থেকে উদ্ধৃত। কবিতাটি সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। ক্যারোল ক্লার্ক (Carol Clark) পেঙ্গুইন প্রকাশিত গ্রন্থে কবিতাটির ইংরেজিতে গদ্যানুবাদ করেছেন 'Hymn to Beauty' শিরোনামে। বোদলেয়ারের কবিতার পদ্যানুবাদক ওয়াল্টার মার্টিন ((Walter Martin) তাঁর 'Charles Baudelaire complete poems' – গ্রন্থে কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন ঐ একই শিরোনামে। কবিতার ষষ্ঠ স্তবকের উক্ত দুটি চরণের অনুবাদ নিম্নরূপ—

"What matter that your origins are Veiled,
O Beauty! – sacred monster that you are—"[২]

কবিতাটি রোমান্টিক কবিদের সৌন্দর্যবোধক চিরপোষিত ধারণাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছে। আলোচ্য কবিতাটিতে কবিতার ইতিহাসে সৌন্দর্যের ভিন্নতর ধারার পথচিহ্ন আবিষ্কার করলেন বোদলেয়ার।

কবি বুদ্ধদেব বসু অনূদিত 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' (১৯৬১) গ্রন্থে উক্ত দুটি চরণের বাংলা অনুবাদ করেছেন— 'সৌন্দর্যের স্তব' শিরোনামে—

"স্বর্গে অথবা নরকে জন্ম, কি এসে যায়,
ওরে সুন্দর, বিকট, সরল, দারুণ ত্রাস!"[৩]

কবি বোদলেয়ার বললেন, সৌন্দর্যের জন্ম নরকেও হতে পারে। স্বর্গেও। তাতে কি এসে যায়। হতে পারে সৌন্দর্য কিম্ভূতকিমাকার, হতে পারে ভয়ঙ্কর ত্রাসের।

আলবাট্রস। মেঘলোকের যুবরাজ। সমুদ্র ও আকাশই তাঁর খেলাঘর। রোমান্টিক কবিদের কবিতায় নাইটিঙ্গেল এসেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের (William Wordsworth) এর 'To a sky-Lark' কবিতাটিতে পৃথিবী ও স্বর্গের কোন ব্যবধান নেই। দূর নীলিমায় ডানা মেলে উড়তে উড়তেও সে পৃথিবীর কথা ভোলে না। কবি কীটসের (John Keats)-এর 'Ode to a Nightingale' কবিতায় কবি সৌন্দর্য মুগ্ধ। ব্যাধি জর্জর পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে কবিও চলে যেতে চান। পাখির গান শুনতে শুনতে কবির মনে হয়েছে, মৃত্যু সৌন্দর্যময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন সৌন্দর্যস্নানে আবিষ্ট কবি। নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে শুনতে কবি মৃত্যু কামনা করেন। এমন মৃত্যু যন্ত্রণাবিহীন—

"Still wouldst thou sing, and I have ears in vain—
To thy high requiem become a sod."[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কবিতায় শুভ্র বলাকার শ্রেণিদলকে এনেছেন। কবির কবিতায় বলাকা গতির প্রতীক, তত্ত্বের প্রতীক। এই হংস-বলাকারা আকাশ ভেদ করে উড়ে যায়। তাদের যাত্রার মধ্যে রয়েছে রোমান্টিক বিস্ময়। কবি লিখলেন—

"ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ওই পক্ষধ্বনি,

শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।”[৫]

কবি বোদলেয়ারের আলবাট্রসের জন্য রোমান্টিক কবিদের মত সে আকাশ নেই, সে পৃথিবীও নেই। নাবিকেরা যখন আলবাট্রসটিকে ধরে পাটাতনে রাখে, তখন সে হয়ে ওঠে উপহাসের পাত্র। সে আহত, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। মাটির পৃথিবীতে নির্বাসিত এই পাখি আর ডানার ভার বইতে পারে না। অবরুদ্ধ হয়ে ওঠে তার চলা।

মূল ফরাসী কবিতাটি (L'Albatros) এরকম -

“Exile sur le sol au milieu des huees,
Ses ailes geant l'empechent de marcher.”[৬]

ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) অনূদিত ইংরেজি কবিতা 'The Albatross'—এর উক্ত চরণদুটি হল -

“But exiled on the earth in scornful times,
Can never walk for such outlandish wings.”[৭]

বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বাংলা কবিতা 'আলব্রাটস'—এ কবি লিখলেন -

“কিন্তু এই মৃত্তিকার নির্বাসনে, উল্লোল মেলায়
মহান ডানার ভারে অবরুদ্ধ হয় তার চলা।”[৮]

প্রকৃতি-পরিবেশ-আকাশ পাখিটির ওড়ার আদর্শ ক্ষেত্র। রাখলো কই? হারিয়ে গেছে পাখিটির ওড়ার আকাশ। নির্মম-নিষ্ঠুর-ধূলিধূসর এই পৃথিবী। অসহায়, আহত পাখিটির সৌন্দর্য ম্রিয়মান। এমন নষ্ট রোমান্টিক সৌন্দর্যের প্রতীকরূপ আলব্রাটস। রোমান্টিক সৌন্দর্যের শাশ্বত অভিমুখ বদলে গেল কবির তুলিতে। বোদেলেয়ার হয়ে উঠলেন অবসন্ন ক্লিষ্ট সৌন্দর্যের কবি। বোদলেয়ারের কবিতায় 'প্যাঁচা' এসেছে। প্যাঁচা জ্ঞানের প্রতীক। শীত, অন্ধকার এবং মৃত্যুর প্রতীক। 'Dictionary of symbols'—গ্রন্থে Jean Chevalier ও Alain Gheerbrant 'প্যাঁচা' (Owl) সম্পর্কে লিখেছেন—

> “Symbol of rational knowledge... In Ancient Egypt the owl was the image of cold, darkness and death.”[৯]

বোদলেয়ারের কবিতায় কালো কালো ছায়ার খোপে খোপে প্যাঁচারা লাল চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলকি ছড়ায়। কবিতায় উঠে এসেছে জ্ঞানীর চোখ, অন্ধকারের রাজত্ব ও বিষণ্ণতা। কিন্তু অন্ধকার তাদের নিথর অভ্যাসের অসাড় ক্লান্তি— “Sans remuer ils se tiendront”[১০] মূল ফরাসী কবিতা - 'Les Hiboux'-টিকে ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) পদ্যানুবাদ করেছেন ইংরেজিতে 'Owls' শিরোনামে। উপরের চরণটির অনুবাদ এরকম -

They will remain there motionless [১১]

বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন 'প্যাঁচারা'- শিরোনামে। বাংলা অনুবাদে চরণটি হল--“নিথর তারা অসাড় হ'য়ে কাটায়।”[১২] জীবন অন্ধকারে কারাবন্দি মানুষের ফাঁসিকাঠে ঝোলার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নির্বিকারত্বকে প্রকাশ করেছেন কবি। অন্ধকার ও নির্বিকারত্বের বর্ণনায় প্যাঁচার প্রতীকী তাৎপর্য কবিতায় হয়ে উঠল অন্ত্যানুপ্রাসিত ধ্বনিরূপ। বাংলা কবিতায় বোদলেয়ারের উত্তরাধিকার বহন করেছেন জীবনানন্দ। থুরথুরে অন্ধ পেঁচাকে কবিতায় এনে অন্ধকারের ভয়াবহতাকে তিনি ফুটিয়ে তুললেন। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির মৃত্যু বিস্ময় টেবিলের পরে লাশকাটা ঘরে প্রত্যক্ষ করালেন কবি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোদলেয়ারের 'Le Cygne' ('The Swan'- 'রাজহাঁস') কবিতায় পুরানো প্যারিস নগরী ভেঙ্গে চুরে নতুন নগর পরিকল্পনায় তা গড়ে তোলা হচ্ছে। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরানো ইট কাঠ পাথর। নগরীর ফুটপাতে কবি দেখলেন এক রাজহাঁসকে। পায়ে তার বেড়ি (জালি)। বড় কষ্টে হেঁটে যায় পাথর-কাঁকরে। কবিতায় আধুনিক নগরের চিহ্ন বহন করেছে জলহীন নালা, গলির ম্লান ধুলো। রাজহাঁসের আকণ্ঠ তৃষ্ণা জর্জর কম্পিত গ্রীবা। কিন্তু পাখিটি তৃষ্ণার্ত। তেষ্টা মেটানোর কোন উপায় নেই। নির্বাসিত রাজহাঁস এখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর। পাখিটি যক্ষা আক্রান্ত সুদূর আফ্রিকার কাফ্রি রমণীর প্রতীকরূপ। পাষাণ নগরী। বিষণ্ণ বাসনা। ক্লান্ত কাতর চোখ। কবি ফিরে ফিরে দেখেন তৃষ্ণা প্রহত রাজহাঁসকে— মূল ফরাসী কবিতা 'Le Cygne'- এ কবি লিখেছেন -

"Sur son cou convulsif tendant sa tete avide,
Comme s'il adressait des reproches a' Dieu!"[১৩]

ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) কবিতাটির ইংরেজি পদ্যানুবাদ করেছেন 'The Swan'- শিরোনামে। কবির অনুবাদে চরণটি এরকম-

"That old indifferent irony on high,
And screaming maledictions at the Lord!"[১৪]

বুদ্ধদেবের বাংলা অনুবাদে কবিতাটির শিরোনাম 'রাজহাঁস'। কবি লিখলেন—

"বাড়িয়ে কম্পিত গ্রীবা, কণ্ঠদেশ তৃষ্ণায় প্রহত,
যেন তিক্ত ভর্ৎসনায় বিধাতারে করে সম্বোধন।"[১৫]

বোদলেয়ার তাঁর কাব্যে ভগীরথের মত ব্যাধি জর্জর সৌন্দর্যকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আনয়ন করলেন। কোথায় হারিয়ে গেল সেই রাজহাঁসের বিচরণ ক্ষেত্র। সুবিস্তৃত আকাশ-নীলিমা, ঝর্ণা-সরোবর, আর সেই প্রস্রবণ। নির্বাসিত রাজহাঁস ইট-কাঠ-নালা-নর্দমা আর পচা পঙ্কিল দুর্গন্ধে বড় অসহায়। বিবর্ণ ধূসরিত সৌন্দর্যের কণা কণা বালি-কাঁকর চুনে চুনে দক্ষ স্থপতির মত কবি নির্মাণ করলেন অপূর্ব কবিতার সৌধ।

বোদলেয়ারের কবিতা সৌন্দর্যের সুবাতাস নয়। প্রভাতী সূর্যের কমনীয় আভা তাঁর কবিতার খেলাঘর নয়। ফুল ফোঁটার অনুভূতি তাঁর কবিতা কল্পনায় মোহাঞ্জন পরিয়ে দেয়নি। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের দৃশ্য, চাঁদনি রাত, মেঘের খেলা, ফুলে ফুলে মৌমাছির বিহার, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, দখিনা বাতাসের চুম্বন, দূর থেকে ভেসে আসা পাখির সুরেলা গান। স্বর্গীয় দিব্যতা, এমন কি রোমান্টিক কবিভাষা তাঁর কবিতায় নেই। তিনি লেখেন 'La Muse Malada' ('The Sick Muse')- 'রুগ্ন' কবিতা'র কথা। লেখেন 'La Muse Venale' ('The Mercenary Muse') 'পণ্য কবিতা'র কথা। রুগ্ন কবিতা ব্যাধিগ্রস্ত—

"আহা রে, কবিতা, বল, কোন ব্যাধি তোকে আজ দহে?
নয়নকোটরে দেখি দলবদ্ধ নৈশ মতিভ্রম,"[১৬]

শুধু পাগলামি নয়, ভীতি, মূঢ়তা ও হিমেল আতঙ্ক। বোদলেয়ারের মূল ফরাসী কবিতাটি এরকম—

"Ma pauvre muse, helas! Qu'as-tu donc ce, matin?
Tes yeux creux sont peuples de visions nocturnes."[১৭]

কবিতায় সবুজ প্রেতের উপস্থিতি, আবির্ভাব লোহিত প্রমথের। লালসার জ্বালাতে কবিতা হয়ে ওঠে লোলুপ লোভের বধ্যভূমি। ব্যাধিগ্রস্ত এই সে কবিতা। ওয়াল্টার মার্টিন উপরের দুই চরণের পদ্যানুবাদ করলেন এরকম-

"Alas, poor muse! What's wrong with you today?
Your hollow eyes with private visions burn,"[১৮]

কবিতা পণ্য। কবিতা বিপনন যোগ্য। কবিতাকে কাঞ্চন মূল্যে হাটে হাটে ফিরি করা যায়। বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যায় কবিতার। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কবিতায় লিখেছেন—

"নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা-কিছু আজ ব্যক্তিগত।
মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।"[১৯]

কবি শঙ্খ ঘোষ অবশ্য কবিতাকে সেভাবে পণ্য করে তোলেননি। কিন্তু বহু পূর্বে কবি বোদলেয়ার তা অবলীলায় অকপটভাবে লিখে গেলেন। কবিতা ছিল সমাজের উপরতলার সৌধে অবস্থানকারী মানুষের মানসী প্রতিমা। প্রেমিকা। এমন কবিতার নির্বাসন ঘোষণা করলেন বোদলেয়ার। কবিতা সত্য সত্যই হয়ে উঠল পণ্য। প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত, অন্নের সন্ধানে রত। যেতে হল মন্দিরে, হতে হল সেবাদাসী। অন্তরে শ্রদ্ধা না থাকলেও বলতে হলো ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শেখানো মন্ত্র। জপ করে গেলো একরাশ উপবাসী অবিশ্বাস নিয়ে। কবিতা হয়ে উঠল রঙিন প্রহসন। বোদলেয়ার লিখলেন 'La Muse Venale'- কবিতা। বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করলেন 'পণ্য কবিতা' শিরোনামে। শেষ দুই চরণে লিখলেন—

"না-দেখা চোখের জলে ভিজিয়ে রঙিন প্রহসন,
ইতর জনগণের তিক্ততায় আমোদ জোগাবি।"[২০]

পৌষের শীতে যখন উত্তুরে বাতাস বইতে থাকে, তখন আর জীবনের তাপ জোগাতে পারে না রোমান্টিক কবিদের কবিতা। নীলাভ পদযুগল শীতল থেকে শীতলতর হয়। স্বাদহীন নিঃস্ব জিহ্বা, শূন্য ভাঁড়ার, অন্নও জোটানোর উপায় নেই। সুতরাং—

"Et ton rire trempe de pleurs Qu'on ne voit pas,
Pour faire epanouir la rate du vulgaire."[২১]

কবিতা আবেগশূন্য, বিবেকশূন্য প্রহসন। অদৃশ্য চোখের জল, জনগণের আমোদের খোরাক, যাদের হাসিতে আছে তিক্ততা। বড়লোকের কুম্ভীরাশ্রু। কবিতা মানুষের কাছে বিজ্ঞাপনী পণ্য। ওয়াল্টার মার্টিনের ইংরেজি পদ্যানুবাদে (The Mercenary Muse) –

"And hide your tears, and be ridiculous
The better to amuse the common folk."[২২]

কবি সৌন্দর্যদেবীর সাধনা করেন ঝড়ের অন্ধকারে। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। বজ্র আর বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত কবি, বিধ্বস্ত কবির শিল্পচেতনা। কবির বাগানে দেখা যায় শুধু দু' একটি বিবর্ণ মলিন শুকনো ফ্যাকাসে রক্তবর্ণ ফল।

।। তিন ।।

"L'Art est long et le Temps est court"[২৩]

প্রবাদপ্রতিম বোদলেয়ার। উদ্ধৃতিটি পাঠকের কাছে প্রবাদরূপেই বড্ড চেনা। কিন্তু এটি কবির 'Le Guignon' (Bad Luck) কবিতার লাইন। পেঙ্গুইন প্রকাশিত ক্যারোল ক্লার্ক (Carol Clark)-এর ইংরেজি গদ্যানুবাদটি সর্বজনবিদিত— "Art is long and time is fleeting"[২৪] কবিতার শুরু গ্রীক পুরাণের অভিশপ্ত চরিত্র সিসিফাস (Sisyphus)-কে দিয়ে। তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন দেবতারা। অনন্তকাল ধরে তিনি একটি কাজই করতেন। কঠিন সে কাজ। একটি পাথরকে শ্রমে কষ্টে গড়িয়ে গড়িয়ে তিনি পাহাড় চুড়োতে নিয়ে যান। সেখান থেকে পাথরটি আপনা আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। আবার তাঁকে একইভাবে চুড়োতে তুলতে হয়। এরকম ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা কঠিন।

Sabine G Oswalt তাঁর 'Greek and Roman Mythology' - গ্রন্থে সিসিফাস সম্পর্কে লিখেছেন—

> "Sisyphus died of weakness and old age, for which there is no cure, and in the under world he suffers punishment for spying on Zeus, or for impiety. He must for ever roll a rock up a mountainside, but whenever he has nearly brought it to the top, the treacherous rock slips and rolls down again."[২৫]

সিসিফাসের সাহস ও কাজের আন্তরিকতাও হার মানে শিল্পের অসাধারণ ব্যাপ্তির কাছে। শিল্পের মৃত্যু নেই। সৌন্দর্যের মৃত্যু নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শাজাহান' কবিতায় লিখেছেন—

"হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।"[২৬]

সম্রাট শাজাহান বুঝেছিলেন, কাল সবকিছুকে গ্রাস করে নেয়। তাই শিল্পের সৌন্দর্য দিয়ে তিনি সময়কে ভোলাতে চেয়েছিলেন। নির্মাণ করেছিলেন অপূর্ব তাজমহল। কবির মেঘদূত তাজমহল— যে কালকে ফাঁকি দিয়ে যুগ যুগ ধরে তাঁর প্রেমের বার্তা বহন করে যাবে। মহান কবিদের ভাবনায় নিহিত থাকে সার্বজনীন ঐক্যবোধ। বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিপরীত বলয়ের কবিপুরুষের শিল্প-সময় ও সৌন্দর্যচিন্তার রসায়ন একসূত্রে মিলে যায়। বুদ্ধদেবের অনুবাদ— "শিল্প বিশাল, আয়ু অতিশয় হ্রস্ব।"[২৭] তিনি বোদলেয়ার— তাঁর জন্য রত্ন খচিত বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ নেই। পরিত্যক্ত কবরের আহ্বান শুনতে পান কবি। কবির শবযাত্রায় প্রস্ফুটিত ফুলদলের বিষণ্ণতা, আভূমি প্রণত রিক্ততা, নির্জন গোপন দুঃখের ভার বহন করে। শরৎচন্দ্রের দেবদাসের মত মৃত্যুর এমন কঠিন নির্যাস চুনে চুনে কবি নির্মাণ করেন সৃষ্টির স্থাপত্য। সময়কে ফাঁকি দিয়ে তা হয়ে ওঠে চিরন্তন সৌন্দর্য সৌধ।

বোদলেয়ার কোথায় খুঁজেছেন কবিতার সৌন্দর্যকে? আমাদের বর্তমান চেনা বাস্তবতা স্বপ্নভঙ্গের কথকতা। বিষণ্ণতা ও একাকিত্বের সর্বরিক্ত ছায়া মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের বিবেককে কুটে কুটে খায়। ভাঙা চোরা নগরীর দূষিত অভিঘাতেই সৌন্দর্যকে খুঁজে নিতে হবে। বোদলেয়ার মনে করেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মন্দির অবক্ষয়িত নগর জীবন। এখানেই সৌন্দর্যকে সন্ধান করতে হয়। আমাদের সমাজে সার্বজনীন নীতি-নৈতিকতা কই? আদর্শ কই? বিবেক কই? বস্তিবাসী মানুষ কোথায় বা খুঁজে পায় স্বর্গীয় শীলিত প্রেম? যা কিছু আনন্দ ওই ক্লেদাক্ত কদর্য যৌনতার মধ্যে। এক অর্থে এটা পাপ। কিন্তু উপায় কি? এরই মধ্যে খুঁজে নিতে হয় কবিতার সৌন্দর্য। বোদলেয়ারের 'La Beaute'-তাঁর সৌন্দর্য বিষয়ক প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতাগুলির মধ্যে একটি। এমন বিসদৃশ সময় সারণি আসলে গ্রীক পুরাণের দুর্বোধ ফিঙ্কসের মত। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কসের পশ্চাদ্‌ভাগ সিংহের মত, বড় পাখির মত ডানা যুক্ত। এর মুখমণ্ডল কিন্তু মানুষের মত। গ্রীক পুরাণে ফিঙ্কসকে অবিশ্বাসী এবং হৃদয়হীন রূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রাণীটি নারীর রূপ পরিগ্রহ করে। এবং প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এই প্রাণী মন্দিরের প্রবেশপথের প্রহরীরূপে কাজ করে। ফিঙ্কস ধাঁধা বলতেন। যাঁরা উত্তর দিতে ব্যর্থ হতেন, তাঁদের হত্যা করে নির্মম দানবীয় ভাবে ভক্ষণ করতেন। Sabine G Oswalt তাঁর 'Greek and Roman Mythology' গ্রন্থে ফিঙ্কস সম্পর্কে লিখেছেন –

> "The Sphinx, daughter of Echidna and Typhon, or Orthrus, had the face of a maid and the body of a lion, and she also had wings."[২৮]

কবির সৌন্দর্য এমন যুগপৎ সিংহ এবং নারীর বিসদৃশ সমবায়ের উপজাত ফল। কবির সুন্দর পাষাণগাত্রে ফুটে ওঠা ক্ষুধিত স্বপ্নের মত। কবির সুন্দর ক্ষতবিক্ষত সর্বনাশের মহাপরিখা খনন করে প্রলয়ের পথকে অবারিত করে দেয়। রমণীর স্তন

কবির প্রেরণা, চিরন্তন প্রেমের অনুভূতি জাগায়—যা কুটিল আশীবিষ। চিরন্তন কিন্তু মৌন জড়পদার্থ। বোদলেয়ার মর্ত্যবাসীকে শোনালেন সৌন্দর্যের আপন কণ্ঠস্বর—

“Je suis belle, O mortels! Comme unreve de pierre,
Et mon sein, ou chacun s'est meurtri tour a tour,
Est fait pour inspirer au poete un amour
Eternel et muet ainsi Que la matière,
Je trone dans I'azur Comme un sphinx incompris.”[২৯]

নারী হয়ে উঠলেন সৌন্দর্যের দূতী, চিরন্তনী দীপ্তি। কিন্তু সে এক আতঙ্কিত সময়, বিষণ্ণতার ভারে জর্জরিত, একাকী। বিযুক্তির বোধে নতজানু। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে—

“I have the cold and hard perfection of
A dream. My breast, where mortal men expire,
Is made of stone, the better to inspire
The dumbstruck artist's everlasting love
Dispassionate, aloof and motionless,
A solemn sphinx, Preeminent in space.”[৩০]

প্রেমিকের জন্য রমণী রেখে যাচ্ছেন সুন্দরের কুণ্ড। সুন্দর পবিত্র প্রতিভার যথাযথ চিত্ররূপ। বুদ্ধদেবের অনুবাদে উপরের চরণগুলি নিম্নরূপ—

“মরগণ, আমি যে সুন্দর! যেন পাষাণে স্বপ্নিত,
এই স্তন, সকলেরই ঘুরে-ঘুরে সর্বনাশ যাতে
তা পারে কবির চিত্তে সে-প্রেমের সংক্রাম জোগাতে
যা নিতান্ত চিরন্তন, মৌন জড়পদার্থের মতো।
দুর্বোধ স্ফিঙ্কসের মত, নীলিমার পালঙ্কে আসীনা,
মেলাই তুহিন প্রাণে মরালের দীপ্ত ধবলতা।”[৩১]

বোদলেয়ারের সৃষ্টির পরতে পরতে রয়েছে পাপ, যৌনতা ও চিরন্তন সৌন্দর্যের চমৎকার রসায়ন। কবি যেন খুঁজে বেড়ান কালো কুৎসিতকে। সেখান থেকে সন্ধান করেন আলোকের জ্যোতির্ময় দীপ্তি। কবি তাঁর 'La Geante' কবিতায় মদমত্ত দানবীয় রতিতে লিপ্ত থেকেছেন। তাঁর মনঃপূত নারী শীলিত কেউ না, তিনি দানব যুবতী। সেই রমণীই তাঁকে দিয়েছে স্নিগ্ধ প্রেমের শীতলতা। ওয়াল্টার মার্টিন অনূদিত 'The Giantess' কবিতায় লিখেছেন—

“And some hot summer when she lay at rest
Stretched our across the fertile earth, I'd put
My head down in the shadow of her breast-
A sleepy hamlet at the mountain's foot.”[৩২]

সেই দানব যুবতীর অপরূপ অঙ্গের ঘ্রাণ নেন কবি। কখনো প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জলন্ত সূর্য যখন মাথার উপরে, জ্বরতপ্ত পীড়া জর্জর সে রমণী। প্রেমিকা হয়ে উঠলেন শান্তির প্রতীকী জলচ্ছবি। তাঁর স্তনের ছায়া কবিকে শান্তির স্নিগ্ধ শীতলতায় স্নান করিয়ে দিল। তিনি আর 'দানবী' রইলেন না। হয়ে উঠলেন কমনীয় মূর্তিমতী রমণী—

“কখনো, গ্রীষ্মের দিনে, জরতপ্ত সূর্যের মূর্ছায়
পীড়িত সে, প্রান্তরে বিস্তীর্ণ হ'য়ে শুয়েছে যখন,

ঘুমিয়েছি অনায়াসে তুঙ্গ তার স্তনের ছায়ায়
পর্বতের পদপ্রান্তে শান্ত এক পল্লীর মতন।"[৩৩]

কবির কলম পাপের সাম্রাজ্ঞী রমণীকে ছেঁকে নিয়ে সৃষ্টি করেন সৌন্দর্য। প্রতিভার ধর্ম এমনই। স্রষ্টা স্বর্গলোকের বাসিন্দা নন, কিন্তু সৃষ্টির জ্যোতি দিব্যতা ছড়ায় দিকে দিকে। সুন্দরের উৎসব—কবির মতে পাতকিনী, অন্ধ, বধির, কদাকার ও সুন্দরের অধীন। ওয়াল্টার মার্টিন বোদলেয়ারের 'Tu Mettrais L'univers Entier Dans ta Ruelle'— কবিতার ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'When Boredom Gnaws your soul'—শিরোনামে। লিখলেন—

"A Power whose use you cannot understand
...
Disgusting majesty! Dunghill sublime!"[৩৪]

বুদ্ধদেব কবিতাটির অনুবাদ করলেন 'প্রোজ্জ্বল ক্লেদ' শিরোনামে। এই কর্দমাক্ত পৃথিবী, এই শলাকাবিদ্ধ হৃদয়, প্রসব যন্ত্রণা, রক্তলোলুপতা, লজ্জা, গ্লানি, কদাচার— এগুলিকে কবিই পারেন সুন্দরের সীমানায় ধারণ করতে—

"কেননা জানে না তারা সুন্দরের তারাও অধীন।
হায় রে প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, মারাত্মক, হায়, দিব্য বিভা!"[৩৫]

কবি বোদলেয়ার অন্তঃসারশূন্য পটের রূপসীদের মধ্যে, ফ্যাকাশে রক্তবর্ণ বা অতি বিবর্ণ গোলাপের মধ্যেও খুঁজে ফেরেন প্রার্থিত সৌন্দর্য। ওয়াল্টার মার্টিন কবির 'L'Ideal' কবিতার ইংরেজি পদ্যানুবাদ করেছেন 'The Ideal' শিরোনামে। লিখেছেন—

"Not one among those jaundiced buds of his,
Resembles my rose-red and real desire."[৩৬]

বুদ্ধদেব এমন ফ্যাকাশে, মরচে পড়া, পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রমণীদের বাংলা কবিতায় উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর উৎকৃষ্ট অনুবাদকর্মের মাধ্যমে—

"বৃথা খুঁজি এই সব অতি ম্লান গোলাপের গালে
আমার আরাধ্য ফুল - লজ্জাহীন, শোণিতবরন।"[৩৭]

পথের মোড়ে কবি দেখেছিলেন একটি শবকে। গ্রীষ্মের সেই সে দিনে গলিত সে শব। যেমন করে সদ্য ফোটা ফুল আকাশ দেখে, তেমনি শবটিও যেন চোখ মেলে দেখছে আকাশকে। সহসা পচা গলা শব থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি ধেয়ে আসে। এই শবের পূতিগন্ধময় পঙ্কিলতা থেকে কবি গড়ে তোলেন শিল্পের সৌধ। কবি এমন পঙ্কিল কদর্যতাকে হৃদয়ের তাপ-উত্তাপ ও ভালোবাসা দিয়ে তুলির টানে সৃষ্টি করলেন সারভূত শিল্পপ্রতিমা। তাইই সৌন্দর্যমূর্তি। ওয়াল্টার মার্টিন বোদলেয়ারের 'Une Charogne'- কবিতার ইংরেজি পদ্যানুবাদ করলেন 'Carrion'- শিরোনামে। আর বুদ্ধদেব বসু বাংলায় কবিতাটির নামকরণ করলেন 'এক শব'। ওয়াল্টার মার্টিন শিল্পীর তুলির বিন্যাসকে অনূদিত করলেন এভাবে—

"The visionary hand will have to paint
From memory alone."
...
I keep the sacred essences and forms
Of my corrupt amours!"[৩৮]

এমন পঙ্কিলতাকে সুন্দরের রূপে রূপায়িত করে সৌন্দর্য শিল্পী তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। বুদ্ধদেবের অনুবাদে—

"শিল্পীর কৃতি, বিকল্পহীন স্মৃতির দান,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধীরে রেখা ওঠে ফুটে।
...
তা'হলে, রূপসী, বলো সে - কৃমির-বংশে, যার
চুম্বন করে গ্রাস,
আমি বাঁচিয়েছি ধ্বস্ত প্রেমের আকৃতি, আর
স্বর্গীয় নির্যাস।"[৩৯]

চরণগুলির ইংরেজিতে সুন্দর গদ্যানুবাদ করেছেন পেঙ্গুইন প্রকাশিত গ্রন্থে ক্যারোল ক্লার্ক—

"The shapes were fading and were now only a dream, a sketch slow to take shape on the forgotten canvas, which the artist completes only in his memory. ... Then, O my beauty, say to the vermin who will devour you with kisses, that I have kept the form and the divine essence of my decomposed loves."[৪০]

সুন্দর-শ্রেষ্ঠতম সুন্দর, প্রিয়তর সুন্দর। প্রেয়সী তিনি, রূপসী তিনি। তার স্বর্গীয় শুভদৃষ্টিতে ফুল ফোটে, আবার সারা রাত ধরে ফুল ফোটে। একটু একটু করে পাপড়ি মেলে। বোদলেয়ার তাঁর 'Que diras-tu ce soir, Pauvre ame solitaire' — কবিতায় সুন্দরের স্বরূপ নির্মাণ করলেন। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন— 'What will you say'? শিরোনামে—

"Saying: Beauty am I and I decree
That for my sake you seek me everywhere,
And have no other goddesses but me."[৪১]

সুন্দর কখনো কখনো কথা বলে ওঠে। বলে— 'আমি সুন্দর'। সুন্দরকে ভালোবাসলেই আপনি ধন্য হবেন। নানা নামেই আমি বিশিষ্ট—আমি দেবদূত, আমি অভিভাবক, আমি ম্যাডোনা, আমি সরস্বতী। আমি সুন্দর—তাই। বুদ্ধদেবের অনুবাদে—

"সুন্দর আমি,' সে বলে, 'আমারই জন্য
শুধু সুন্দরে ভালোবেসে হবে ধন্য;
আমি দেবদূত, কর্ত্রী, ম্যাডোনা, সরস্বতী!"[৪২]

গ্রীষ্ম শেষ। গাঢ় হিম কালিমায় ধীরে ধীরে ভরে ওঠে কবির হৃদয়। কবির সত্তায় বাসা বাঁধে দীর্ঘ অবশেষ শীত। ফাঁসি মঞ্চ হয়েছে প্রস্তুত। কার মৃত্যু? হেমন্ত আগত। অপেক্ষমান কবর। হলুদ রঙ মৃত্যু প্রতীকে বিম্বিত। হেমন্তের ঝরাপাতা কবিকৃত বিষণ্ণ স্মরণ। হেমন্তের এই গান। বুদ্ধদেব অনুবাদ করলেন— 'এবং হলুদ, নম্র হেমন্তের আলোর অঞ্জলি।'[৪৩] এ কবিতার সৌন্দর্য পল্লবিত রৌদ্রের দোলন। শিল্প সৌন্দর্যের দেবভূমি-সুন্দরের সুরম্যলোক। ক্যারোল ক্লার্কের ইংরেজি গদ্যানুবাদে—

"the yellow, soft light of the turn of the year."[৪৪]

লাল চুলের ভিখিরি মেয়ে। শীর্ণ শরীরে কেবলই নগ্নতা। এমন নগ্নতা দিয়েই তাঁর প্রেমিক তাঁকে সাজিয়ে তুলুক। নগ্ন প্রতিমার অবয়বকে শিল্পী পটিদার এভাবেই চমৎকার শিল্পের আধারে গড়ে তোলেন। মধ্য পথে যৌবন স্থগিত হয়ে যাওয়া সে তরুণী। ন্যাকড়া-কালি দিয়ে সে তাঁর লজ্জা ঢাকে। তবুও তাঁর প্রেমিক আছে। কেউ বা তাঁকে ভালোবাসে। ভিখিরি মেয়েটি তাঁর প্রেমিকের কাছে বর্ষার দিনে সিক্ত বসনে যায় না। তাঁর প্রেমিক তাঁকে গোলাপ শোভিত বিছানায় শুইয়ে দেয় না। ভিখিরি প্রেমিকার কোন সাজন গোজন নেই, গন্ধ নেই, অলংকার নেই। এই রমণী কবির কলমে শিল্পের রূপমূর্তি হয়ে ধরা দেয়। ওয়াল্টার মার্টিন বোদলেয়ারের এই 'A Une Mendiante Rousse'-কবিতার অনুবাদ করলেন 'To a Red-headed Beggar' শিরোনামে। লিখলেন—

"Like the lilies of the field,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Take your nakedness for shield,
Wearing only what you are,
My evening star!"[৪৫]

বুদ্ধদেবের অনুবাদে রয়েছে ভিখিরি মেয়ের অভিমানী যাত্রা। নির্দেশ জ্ঞাপক প্রশ্রয়ের কমনীয় সুর। কবি কবিতাটির অনূদিত নামকরণ করলেন 'লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে' ('A une Mendiante rousse')। শেষ স্তবকে লিখলেন--

"তাহ'লে তুই এমনি চ'লে যা রে,
বিনা সাজে, গন্ধে, অলংকারে,
শীর্ণদেহে নগ্নতাই শুধু
সাজাক তোকে বঁধু।"[৪৬]

কবি ভিখিরি মেয়ের শিল্পিত কাব্যরূপ নির্মাণ করে কাব্য সরস্বতীর ভাণ্ডার টইটম্বুর করে তুললেন।

বোদলেয়ারের 'Un voyage a cythere' ('A voyage to cythera'- 'সিথেরায় যাত্রা') কবিতাটিতে কবি ফাঁসিকাঠের নির্মম পরিণতিকে সত্য সুন্দরের প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত করেছেন। সিথেরায় দ্বীপে একটি শবকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখেছেন। শ্বাপদ শকুনেরা শবটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করছে। সে শবের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং কবি। নিজেই তিনি শবের প্রতীকী বিম্বন। কবির প্রেয়সী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে—

"I stood and watched... They stripped me of my flesh;
I felt again each rending tooth and claw,
Each eager beak and salivating jaw
At work on me as well, my cherished friend."[৪৭]

বুদ্ধদেবের অনুবাদটিও রূপকের আবরণে যথাযথ বিন্যস্ত। পুরাতন যুগান্ত সঞ্চিত নিষিদ্ধ পাপ। তার দাম দিয়ে যাচ্ছেন কবি। বাক্যহীন অপমানিত মৃত্যু দিয়ে—

"স্মরণের বরণীয় রে পাতকী, তোর কাছে এসে
মনে জাগে অনেক চঞ্চুর বেগ, কঠিন চোয়াল –
যে-সব সুতীক্ষ্ণ শ্যেন, আর কালো শ্বাপদের পাল
একদা আমার মাংস চূর্ণ করেছিলো ভালোবেসে।"[৪৮]

মহাযাত্রিকের পরিভ্রমণ সমাপ্ত হচ্ছে। নৌকো প্রস্তুত। নোঙর তোলার সময় হয়েছে। শুদ্ধ গুটি পোকা কবির বিবেক কুরে কুরে কাটে। হৃদয়কাটা পোকা কবিকে আর বিষণ্ণ করে না। নরক থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার ঐকান্তিক বাসনা। জীবন নিয়ে কবি কি করবেন? জীবনের মানে কি? কোথাও কোন আশা নেই।নেই কোন আলো। অবসাদেরও আর শেষ হয় না। প্রেম-কীর্তি-পুরস্কার ঠেকে গেছে জেগে ওঠা ভাঙাচোরা জীবনের চরে। এগুলি তুচ্ছ। আর নয় শান্তির সন্ধানে কবির এই পথ চলা। ঈশ্বরের দেশে রয়েছে কবির প্রার্থিত শান্তি। মৃত্যু সুন্দর। নরকের মধ্যেও কবি সুন্দরের শান্ত স্নিগ্ধতায় অন্তর্লীন হতে চান। ঈশ্বরের প্রাসাদ লাভে প্রত্যাশী কবি। সৌন্দর্য যেখান থেকেই আসুক না কেন—স্বর্গ অথবা নরক— যেখানেই হোক তাতে কি যায় আসে? সৌন্দর্যের রৌদ্রময় সত্তায় কবি প্রাণের স্পর্শকে সুনিশ্চিত করতে চান। সৌন্দর্য অবিনশ্বর। বোদলেয়ারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Le voyage'। ওয়াল্টার মার্টিনের অনুবাদে কবিতাটির নামকরণ হয়েছে 'Travellers'। এই সুদীর্ঘ কবিতার সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে কবি লিখলেন—

"Then we'll set out across the sea of shade,
...
O come to me, young mariner, come taste

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

The harvest of the fabled lotus tree,
...
One bite of this sweet strangeness and you'll be
Enchanted for an endless afternoon..."[৪৯]

অন্ধকার সমুদ্র। কবির নৌকা বিহার। নৌকা চলছে। শবযাত্রীরা শ্মশান সঙ্গীতের গান গেয়ে চলে মোহময় স্বরে। যে কেউ আস্বাদ নিতে পারে। এদিকে পদ্ম গন্ধ। অলৌকিক ফলের প্রত্যাশা। হৃদয় ক্ষুধা জর্জর। এই অপরাহ্ণ আর কখনো ফুরোবে না। অপূর্ব এক গন্ধ আমোদিত মিষ্টতা। এর কোন শেষ নেই। সৌন্দর্যের জোতির্ময় রূপ প্রত্যক্ষ করেন কবি। বুদ্ধদেবের অনুবাদে—

"এবার তাহ'লে যাত্রা তমসার অতল সাগরে,
...
শোনো, কারা শবযাত্রী গান গায় মোহময় স্বরে:
'এদিকে, এদিকে এসো, যদি কেউ স্বাদ নিতে চাও
মদগন্ধ কমলের। এই হাটে তাকে যায় কেনা,
অলৌকিক সেই ফল, যায় জন্য হৃদয় ক্ষুধিত;
এখানে প্রদোষ নেই, অপরাহ্ণ আর ফুরোবে না,
এসো না, অদ্ভুত তার মাধুরীতে হবে আমোদিত!"[৫০]

কবির কাজ সৌন্দর্য সৃষ্টি। আমাদের এই পণ্য প্রেমকেই কবি লভ্য মনে করেছেন। কবির হৃদয় দগ্ধ, দৃষ্টি দগ্ধ। মরুভূমির শূন্যতাকে পাথেয় করেই কবি লিখেছেন কবিতা। কবিতার সৌন্দর্যসৃষ্টির ভিন্ন সংকেতকে উজ্জ্বল করেই কবি মৌন রইলেন। কবির মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে সমাধি মন্দির তো দূর, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য সামান্য সমাধিফলকও কেউ নির্মাণ করবেন না। কোন লিপি লেখমালায় কবির নাম মাহাত্ম্যকে কেউ বন্দিত করবেন না। মহাকাশে বিলীয়মান তারকার মত তিনি লীন হয়ে যাবেন। কবি তাঁর 'Les Plaintes d'un Icare'-(The Laments of An Icarus) কবিতায় লিখলেন —

"The intricate extent of all
That solid air I sought to span,
But fragile wings could only fan
The fire that brought about the fall."[৫১]

কবি কেবল সুবিশাল মহাশূন্যের পথে যাত্রা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে কেবলই শূন্যতা। কবির অগ্নিময় ঝলসানো চোখে তপ্ত যন্ত্রণা। কবির জন্য শুধুই অন্ধকার গহ্বর। ডানা ভাঙা পাখির আকাশে ওড়ার পথ রুদ্ধ। যন্ত্রণার দুঃসহ অলিখিত এ এক এপিটাফ। সমগ্র মানব জাতির কাছে কবি রেখে গেলেন বেদনার স্মারক। এটিই কবির সৌন্দর্যের অর্ঘ্য। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষ ভয়ানক বিষণ্ণতায় কবির কবিতায় ভিন্ন আখ্যান ও নন্দনতত্ত্বের সারাৎসারের পাঠ গ্রহণ করবেন।

কবি বুদ্ধদেব কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'ইকারুস-বিলাপ'। গ্রীক পুরাণের স্থপতি ইকারুস। সমুদ্রে বিপর্যস্ত মৃত্যু হয়েছিল ইকারুসের। ইকারুস কবির আত্মপ্রতিবিম্ব। বুদ্ধদেব তাঁর অনূদিত কবিতাটিতে লিখেছেন-

"বিরাট শূন্যে বৃথাই দিয়েছি হানা
প্রান্তে, কেন্দ্রে, সবল কৌতূহলে;
জানি না সে কোন আগুন-চোখের তলে
বিচূর্ণ হ'লো আমার মত্ত ডানা।"[৫২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রীক পুরাণের ব্যবহারে বোদলেয়ার সুনির্বাচিত, মিতব্যয়ী ও লক্ষ্যভেদী। মিথের অতি ব্যবহার তাঁর কবিতায় নেই। মিথোম্যানিয়া তাঁর কবিতাকে পীড়িত করে না। কবিতায় মিথের ব্যাপ্তি ও অতিশয়োক্তি না থাকলেও এক ঘন প্রসারিত গভীরতা কবিতাকে ধীশক্তি সম্পন্ন করে তুলেছে। কোন কোন কবিতা পুরোপুরি ভর করে আছে এক একটি মিথের উপর। সমসময়ের পাথুরে মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর মিথ ব্যবহার। কবিতায় ক্রমপ্রসারিত মিথের ব্যঞ্জনাশক্তি কবিতার সৌন্দর্যকে চিরন্তনত্ব দান করেছে। কবিতায় মিথ ব্যবহারে বোদলেয়ার অব্যর্থ তিরন্দাজ। কবিতার ইতিহাসে এক বৈকল্পিক সৌন্দর্যের স্রষ্টারূপে বোদলেয়ার চিরন্তন হয়ে থাকবেন।

।। চার।।

হায় কবি বোদলেয়ার। চারদিকে শুধু রৌরব নরক। কোথাও কোন সান্ত্বনা নেই। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তিও বাঁচার ইচ্ছে পোষণ করে। নরকের পঙ্কিল গর্ভ থেকেও মানুষ মুক্তি খোঁজে। সারাজীবন কবি বিষণ্ণ অন্ধকার নরকে হেঁটেছেন। অন্বেষণ করেছেন ধূসর বিতৃষ্ণ সৌন্দর্যকে। সেই বিপন্ন কালবেলায় উত্তাল সমুদ্র অভিযানকে কোন নীতিবাক্যে বিশেষিত করা যায় না। রহস্যময় এই অন্ধকার। আমাদের দুর্জ্ঞেয় সমাজ জীবনের যত্রতত্র থেকে গেছে বিস্তৃত চোরবালি। বিতৃষ্ণ নিমজ্জমান মানুষ পঙ্কিল মৃত্যুকে শ্রেয়তর মনে করেন। আর এই আমাদের বর্তমান! একবিংশ শতকের তৃতীয় দশক তো নারী শিশু হত্যার দশক। সাম্রাজ্যবাদ, এককেন্দ্রিক বিশ্বমোড়ল ও অর্থব্যবস্থার প্রয়াস। যুদ্ধক্ষত মানুষের বেঁচে বর্তে থাকা, প্যালেস্টাইন, গাজা – সব মিলিয়ে এক ত্রস্ত প্রহর কাটিয়েছে পৃথিবীবাসী। রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ কোন সুস্থ পৃথিবীর সন্ধান দেয়? বিবেক লুণ্ঠিত, মানবতা ভূমিশায়িনী। আর সেই করোনা প্যানডামিকে ফুটপাতে পড়ে থাকা মৃত মায়ের স্তন চুষে চুষে সন্তানেরও চিরকালের মত ঘুমিয়ে পড়া। ভনভনে মাছি। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়ে হেঁটে স্বভূমিতে ফেরা। উল্টোদিকে, মুম্বই শহরতলির ধারাভি বস্তির নর্দমাঘাটা শিশুদল, চ্যাটার্ড বিমানে উপরওয়ালাদের গতায়াত। টিমটিম করে হয়তো আজও জ্বলছে মানবতা। সামাজিক ক্ষত প্রেমকে বিদ্ধ করে। ভারতীয় পুরাণে পাওয়া যায়, ক্লেদাক্ত নরকেও যুধিষ্ঠিরের আগমনে কোনদিন সুবাতাস বয়েছিল। কবিও পুরাতন পূতিগন্ধময় পচন-দুর্গন্ধে ফোটালেন সৌন্দর্যের ফুল। কবির কাব্য ধনতান্ত্রিক কলুষিত বুর্জোয়া পৃথিবীর শুধু বাস্তবতাই নয়, নরক সম্ভোগ, অনাত্মীয় অমানবতা ও তথাকথিত মনুষ্যত্বের শীলিত শিল্পরূপ, যা বোদলেয়ারের স্বহস্ত নিয়ন্ত্রিত। মানুষের নৈতিক অবনমনকে কবি প্রকৃতিস্থ করেছেন দার্শনিক অনুষঙ্গে। সৌন্দর্যের পরিবর্তিত ধারণার নীল নকশার স্থপতি তিনি। অসুস্থ হতে হতে বিষণ্ণতা, অবক্ষয়ী মানসিকতা— ক্ল্যাসিক্যাল ও রোমান্টিক নন্দনতত্ত্বের সুবিশালকে প্রাচীরকে অবহেলায় সরিয়ে দিল। জন্ম হল এক নতুন প্রজন্মের কবিদল। উত্তরাধিকারকে বর্জন করে নতুন দার্শনিক বোধের নবজন্ম ঘটে গেল। কবি মনে করেন, সৌন্দর্যকে অস্বীকার নয়, তাকে উপভোগ করতে হবে যন্ত্রণা দিয়ে। সমুদ্রের নীল জলরাশি কবিকে মুগ্ধ করে না, বরং যন্ত্রণা বাড়ায়। এমন যন্ত্রণা থেকেই জন্ম নেয় বিতৃষ্ণা, আর দক্ষ পটিদারের মত কবি সৃষ্টি করেন সৌন্দর্যের পাখি। সুন্দরী রমণীদের শিউলি ফুলের মত ঝরে যাওয়া, সায়ংকালের পড়ন্ত তারার থেকেও তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টিতে বেশি স্বাভাবিক ছিলেন মৃত শবের দুর্গন্ধ বিলাসে। মানুষের পাপ চেতনার মধ্য থেকে জন্মলাভ করল সুন্দর। শহরের জঞ্জাল সন্ধানের কাজকে যিনি সংকল্প সাধন মনে করেছিলেন। সেই কবি বোদলেয়ার কালো কালিতে এঁকেছিলেন সামাজিক কলঙ্কের ছবি, অসুস্থ রুগ্ন মানুষের ছবি, পণ্য প্রেমের ছবি, নীতিতত্ত্বের উর্ধ্বে ওঠা বিকৃত যৌনতার ছবি। এগুলিই হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার সৌন্দর্যরূপ। তাঁর হাতেই অনিবার্যভাবে অবসান ঘটে গেল শাশ্বত সৌন্দর্যের স্বর্গীয় প্রাসাদের। মানুষের ভেতরে যে শয়তান রয়েছে সে বেড়ে উঠল। কবির সময়ের পৃথিবী হয়ে উঠল কদর্য, পঙ্কিল নরক। তবুও জীর্ণ ছায়া মূর্তি ধরে সুন্দর আসে, নরকই তাঁর খেলাঘর।

বিকৃত বিতৃষ্ণার মধ্যে নতুনতর প্রাণের দীপ্তিতে আলোকিত উজ্জ্বল আভা—বরণীয় নরক, ক্লেদজ কুসুম। স্বর্গ থেকে পুষ্পরথ নেমে এলো এই কলঙ্কিত পৃথিবীতে। পৃথিবী পরিক্রমণ করে পুনরায় স্বর্গের উদ্দেশ্যে তাঁর যাত্রা। বৈকল্পিক সৌন্দর্যের কতরঙ। ওদিকে বাদল রাতে মাদলের ঘণ্টা বাজে। কবি লিখলেন—দেবদূত দরজা খুলে দেবেন। বিশ্বাসী ও

সুখী তিনি। মৃত আগুনের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবেন। মূল ফরাসী কবিতাটির শিরোনাম হল—“La Mort des Amants.” কবি লিখলেন -

“Et plus tard un Ange, entr’ ouvrant les Portes,
Viendra ranimer, fidele et joyeux,
Les miroirs ternis et les flames mortes.”[৫৩]

ওয়াল্টার মার্টিন (Walter Martin) অনূদিত ইংরেজি কবিতাটির শিরোনাম হল—'The Death of Lovers'। কবির অনুবাদে চরণগুলি এরকম--

“A faithful Angel at the door
Will wipe the tarnish off and try
To bring us back to life once more.”[৫৪]

কবি বুদ্ধদেব বসু অনূদিত উক্ত বাংলা কবিতাটির শিরোনাম ‘প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু’ (La Mort des Amants)। কবি উক্ত কবিতার পংক্তিগুলিকে অনুবাদ করলেন এভাবে-

“পরে, দ্বার খুলে, মলিন মুকুরে রাঙাবে
এক দেবদূত, সুখী ও সবিশ্বাস;
আমাদের মৃত আগুনের ঘুম ভাঙাবে।”[৫৫]

সত্যি, আমাদের সেই সে শেষের দিনে, আমাদের বিছানা থাকবে সুগন্ধে ভরপুর। মাটির গভীরে আমাদের সমাধিস্থ করা হবে। দূরের আকাশ বড় সুন্দর। দেওয়ালের তাককে সুন্দর ফুলসাজে সজ্জিত করা হবে। মৃত্যুকে সুন্দরের পদতলে উৎসর্গ করলেন কবি।

বোদলেয়ারের সৌন্দর্য নির্মাণ কেমন? কোন উপকরণে গড়েছেন কবি তাঁর কবিতার প্রাসাদ। এখানে রোমান্টিক কবিদের মত আকাশ ফুল পাতা নদী সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ও নক্ষত্র নেই। আছে চোর গুণ্ডা পাণ্ডুরোগী মদুয়া মাতাল ও এঁদের হৃদয়। আছে গোধূলির আলো, ছিন্ন শব, কয়েদি, নখরে নখর, বালিকার নগ্ন অভিনয়, ভ্রূণমাংসে ভক্ষণ, ডাকিনীর পূজার থালা, পিশাচের লালসা। এগুলি চুনে চুনে কবি নির্মাণ করেছেন সৌন্দর্যের আলোকস্তম্ভ। বোদলেয়ার তাঁর ‘Les Phares’ কবিতার পঞ্চম স্তবকে লিখেছেন—

“Coleres de boxeur, impudence de faune,
Toi Qui sus ramasser la beaute des goujats,
Grand Coeur gonfle d’orgueil, bomme debile et jaune,
Puget melancolique empereur des forcats.”[৫৬]

যেমনভাবে চিত্রশিল্পী রুবেন্স, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলো সৃষ্টি করেন তাঁদের শিল্প, কবিও সমসময়ের বাস্তবতা চুনে চুনে সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্যসৌধ। ওয়াল্টার মার্টিন কবিতাটির অনুবাদ করেছেন ‘The Guiding lights’ শিরোনামে। পঞ্চম স্তবকটির ইংরেজি পদ্যানুবাদ এরকম—

“PUGET
You who made art from the scum of the earth!
Furious fighters and impudent fauns;
Sick soul puffed up with pride and Jaundiced mirth,
The melancholy king of myrmidons.”[৫৭]

আর বুদ্ধদেব তাঁর অনুবাদে ইউরোপীয় বাস্তবতাকে বাঙালি ঘরানায় জারিত করেছেন। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন 'আলোকস্তম্ভ' শিরোনামে। স্তবকটির অনুবাদ এরকম -

"মল্লের আরক্ত রোষ, কিন্নরের উল্লোল নয়ন,
চোর, গুণ্ডা, পাণ্ডুরোগী, মদস্ফীত হৃদয় বিরাট—
এদেরই অন্তর ছেনে করেছেন সৌন্দর্যচয়ন,
প্যুজে, সব কয়েদির মনঃক্ষুণ্ণ, বিধুর সম্রাট;"[৫৮]

স্থাপত্য শিল্পীর মত বোদলেয়ার শিল্পরচনার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। চেনা অন্ধকারাচ্ছন্ন পঙ্কিল বাস্তবই তাঁর শিল্পের উপকরণ। অভিনন্দিত, বন্দিত তিনি। অবক্ষয়িত সমসময়ের আলোকশিল্পী তিনি। একথা ঠিক, তিনি স্বর্ণযুগের স্রষ্টা নন, কিন্তু স্বর্ণশিল্পীর আদর্শ কারিগর। আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত চিন্তাবিবেক তাঁর জন্য অপেক্ষা করেছিল। অপেক্ষমান ছিল কয়েকটি দশক। এহেন বোদলেয়ার সত্য সত্যই সৌন্দর্যের নবতম স্রষ্টা।

Reference:

১. Charles Baudelaire, Hymne a'la Beaute, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 18, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা

২. Charles Baudelaire, Walter Martin, (Editor) Hymne a' la Beaute, Hymn to Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 59, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত।

৩. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্যের স্তব, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা, - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৮

৪. John Keats, Ode to a Nightingale, Complete Poems and Selected Letters of John Keats, The Modern Library, New York, 2001, P. 237

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলাকা (কবিতা), বলাকা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৮৩-২৮৪

৬. Charles Baudelaire, L'Albatros, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd; London, England, 2004, P. 7

৭. Walter Martin, The Albatross, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 15

৮. বুদ্ধদেব বসু, আলবাট্রস, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৫

৯. Jean Chevalier and Alain Gheerbrant, Owl, Dictionary of Symbols, Penguin Books Ltd; 80 Strand, London, England, 1996, P. 729

১০. Charles Baudelaire, Les Hiboux, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 176

১১. Walter Martin, Owls, ibid, P. 177

১২. বুদ্ধদেব বসু, প্যাঁচারা, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৬৫

১৩. Charles Baudelaire, Le Cygne, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Limited, London, England, 2004, P. 87

১৪. Walter Martin, The Swan, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 227

১৫. বুদ্ধদেব বসু, রাজহাঁস (Le Cygne), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৮২

১৬. পূর্বোক্ত, বুদ্ধদেব বসু, রুগ্ন কবিতা (Le Muse Malade), পৃ. ২১৮

১৭. Charles Baudelaire, La Muse Malade, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Limited, London, England, 2004, P. 10

১৮. Walter Martin, The Sick Muse, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 29

১৯. শঙ্খ ঘোষ, মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (কবিতা), মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে (কাব্যগ্রন্থ), শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ ২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৯

২০. বুদ্ধদেব বসু, পণ্য কবিতা (La Muse Venale), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৯

২১. Charles Baudelaire, La Muse Venale, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Limited, London, England, 2004, P. 11

২২. Walter Martin, The Mercenary Muse, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 31

২৩. Charles Baudelaire, Le Guignon, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Limited, London, England, 2004, P. 13

২৪. ibid

২৫. Sabina G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Collins, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow and Follett Publishing Company, Chicago, 1969, P. 269

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাজাহান, ৭ সংখ্যক কবিতা, বলাকা (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৫৪

২৭. বুদ্ধদেব বসু, দুরদৃষ্ট (Le Guignon), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২০

২৮. Sabina G Oswalt, Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology, Collins, Wm. Collins Sons and Co. Ltd., Glasgow and Follett Publishing Company, Chicago, 1969, P. 269

২৯. Charles Baudelaire, La Beaute, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 15

৩০. Walter Martin, Beauty, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P.49, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে অনুদিত।

৩১. বুদ্ধদেব বসু, সৌন্দর্য, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৪

৩২. Walter Martin, The Giantess, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 53

৩৩. বুদ্ধদেব বসু, দানবী, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২২৬

৩৪. Walter Martin, When Boredom Gnaws Your Soul, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 67

৩৫. বুদ্ধদেব বসু, প্রোজ্জ্বল ক্লেদ, শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩১

৩৬. Walter Martin, The Ideal, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 51

৩৭. বুদ্ধদেব বসু, আদর্শ (L' Ideal), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ.২২৫

৩৮. Walter Martin, Carrion, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 75-77

৩৯. বুদ্ধদেব বসু, এক শব (Une Charogne), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৩৬

৪০. Charles Baudelaire, Une Charogne, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 28, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতার ইংরেজি গদ্যানুবাদ।

৪১. Walter Martin, What will you say?, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 111

৪২. বুদ্ধদেব বসু, কোন কথা আজ বলবি রাতে (Que diras-tu ce soir, Pauvre ame solitaire), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৪৮

৪৩. পূর্বোক্ত, হেমন্তের গান (Chant d'Automne), পৃ. ২৬২

৪৪. Charles Baudelaire, Chant d'Automne, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P.65

৪৫. Walter Martin, To A Red-Headed Beggar, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 225

৪৬. বুদ্ধদেব বসু, লাল চুলের ভিখিরি মেয়েকে (A une Mendiante rousse), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৮১

৪৭. Walter Martin, A Voyage to cythera, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 315

৪৮. বুদ্ধদেব বসু, সিথেরায় যাত্রা (Un voyage a cythere), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩১৮

৪৯. Walter Martin, Travellers, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 349

৫০. বুদ্ধদেব বসু, ভ্রমণ (Le voyage), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৩৭

৫১. Walter Martin, The Laments of an lcarus, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 375

৫২. বুদ্ধদেব বসু, ইকারুস-বিলাপ (Les Plaintes d'un lcare), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা,- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩৪২

৫৩. Charles Baudelaire, Le Mort des Amants, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Selected Poems, Penguin Books, Penguin Books Ltd., London, England, 2004, P. 132

৫৪. Walter Martin, The Death of Lovers, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 333

৫৫. বুদ্ধদেব বসু, প্রেমিক প্রেমিকার মৃত্যু (La Mort des Amants), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা.- নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৩২৯

৫৬. Charles Baudelaire, Les Phares, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 24, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা।

৫৭. Walter Martin, The Guiding lights, Les Fleurs Du Mal, Charles Baudelaire Complete Poems, Carcanet Press Limited, Alliance House, Cross Street, Manchester, 2006, P. 25, বোদলেয়ার রচিত মূল ফরাসী কবিতা থেকে ইংরেজিতে পদ্যানুবাদ।

৫৮. বুদ্ধদেব বসু, আলোকস্তম্ভ (Les Phares), শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা, ক্লেদজ কুসুম, কবিতা সংগ্রহ (চতুর্থ খণ্ড), সম্পা. - নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২১৭